ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ক্ষমতার প্রকাশ

১ম শমূয়েল ৪ অধ্যায় ১২-২২ পদ

বিগত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে, ইস্রায়েলের প্রাচীনরা পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে শীলো থেকে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক যুদ্ধক্ষেত্রে ইস্রায়েলীয়দের শিবির এবন-এষরে নিয়ে এসেছে। এখন, তাদের এমন কুসংস্কারমূলক কাজের প্রতিবাদ করার পরিবর্তে এলির দুই অবিশ্বাসী পুত্র হফ্নি ও পীনহস নিয়ম-সিন্দুকের অবিভাবক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে। কিন্তু ইস্রায়েল যখন এইভাবে নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে ঈশ্বরকে কাজে লাগানোর ন্যায় দুঃসাহস দেখিয়েছে, তখন ঈশ্বর তাদের সেই আচরণকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি সেদিন পলেষ্টীয়দের কাছে ইস্রায়েলীয়দের পরাজয়কে অনুমতি দিয়েছেন, কেবল তাই নয়, নিয়ম-সিন্দুক ছাড়া যুদ্ধ করে যখন তাদের চার হাজার লোক মারা গেছিল (২ পদ), তখন নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতিতে তাদের তিরিশ হাজার লোক মারা গেল (১০ পদ)। সঙ্গে সঙ্গে এলির দুই পুত্রও সেখানে মারা গেল, ঈশ্বরের লোকের দ্বারা এলির কাছে উক্ত ভাববাণী পূর্ণ হল (২:৩৪)।

এখন, এই ঘটনার দ্বারা কী প্রমাণিত হল? গত সপ্তাহে আমরা একটি বিষয় উপলব্ধি করেছি, আর তা হল, এর দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত যে, মানুষ আমরা কখনও ঈশ্বরের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাতে পারি না; আমরা নিজেদের প্রয়োজন পুরণে কখনও তাঁকে কাজে লাগাতে পারি না। আমাদের মধ্যে যারা নিজেদের বেশি চালাক বলে মনে করি এবং আমাদের চালাকীর দ্বারা ঈশ্বরকেও আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দ্বিধা করি না, তারা প্রাথমিক সাফল্য পেলেও পেতে পারি;কিন্তু সেই সাফল্য বেশি দিন টিকবে না।

অন্যদিকে, এই ঘটনা থেকে আমরা মনে করতে পারি যে, যুদ্ধে এইভাবে ইস্রায়েলীয়দের পরাজয় ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্ষমতা, গৌরব বা মহিমা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই ধারণা কি সত্যি? ইস্রায়েলের পরাজয় মানেই কি ঈশ্বরের গৌরব হ্রাস পাওয়া? কিম্বা, নিয়ম-সিন্দুক পরজাতীয়দের হস্তগত হওয়া মানেই কি ঈশ্বরের গৌরবহীনতা? গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে, ইস্রায়েল ঈশ্বরে আস্থা রাখার পরিবর্তে নিয়ম-সিন্দুকে আস্থা রেখেছিল; এখন এমন অবিশ্বাসী ও অবাধ্য ইস্রায়েলের পরাজয়ের ফলস্বরূপ কি ঈশ্বরের গৌরব হ্রাস পেতে পারে? অন্যদিকে, মোশির সময় থেকে নিয়ম-সিন্দুক ছিল ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির পার্থিব প্রতীক মাত্র, নিয়ম সিন্দুক মানেই ঈশ্বরের উপস্থিতি নয়; এখন, সেই প্রতীক অবিশ্বাসীদের হস্তগত হওয়ার ফলস্বরূপ কি ঈশ্বরের গৌরব হ্রাস পেতে পারে? পরিবর্তে, তাঁর প্রজা বা সন্তান বলে পরিচয় দিত যে ইস্রায়েল, সেই ইস্রায়েল যখন অবিশ্বাসীদের ন্যায় নিয়ম-সিন্দুকের কুসংস্কারমূলক ব্যবহারের কাজ করেছিল, শীলো থেকে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল, তখনই কি ঈশ্বরের গৌরব হ্রাস পায়নি?

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন সেই সত্য ইস্রায়েলের মধ্যে কতজন উপলব্ধি করেছিল, তা বলা কঠিন। আজ আমরা ১শমূয়েল ৪ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ পাঠ করেছি, আর এখানে যুদ্ধে ইস্রায়েলের পরাজয়ের পর কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফিরেছে, এমন একজন বিন্যামীনীয় শীলোতে লোকদের কাছে এবং এলিকে যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের কথা বলেছে। তার কাছে সেই খবর পাওয়া মাত্র এলির মৃত্যু হয়েছে এবং তার পুত্রবধূ, পীনহসের স্ত্রী, যে সন্তানসম্ভবা ছিল, সে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তার সন্তানকে জন্ম দিয়েছে ও নিজে মারা গেছে। সেদিন যুদ্ধে তাদের পরাজয়, যুদ্ধক্ষেত্রে হফ্নি ও পীনহসের মৃত্যু, এবং ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হওয়াকে তারা কীভাবে গ্রহণ করেছিল, তা সমগ্র ইস্রায়েলের প্রতিনিধি হয়ে এই দুইজনের মৃত্যুর দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১। এলির মৃত্যু (১২-১৮ পদ)- যুদ্ধে ইস্রায়েলের চরম বিপর্যয়ের দুঃসংবাদ সেদিন একজন বিন্যামীনীয় শীলোতে নিয়ে এসেছিল। তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, *"তখন বিন্যামীনীয় একজন লোক সৈন্যশ্রেণী থেকে দৌড়ে গিয়ে সে দিন শীলোতে উপস্থিত হল; তার কাপড় ছেঁড়া ও মাথায় মাটি*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ছিল'' (১২ পদ)। এর আগে যিহোশূয়ের নেতৃত্বে ইস্রায়েল যখন অয় নগর আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছিল, তখন যিহোশূয় ও ইস্রায়েলের প্রাচীনরা একইভাবে নিজেদের কাপড় ছিড়ে সদাপ্রভুর সিন্দুকের সামনে মুখ নিচু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটিতে পড়েছিল, এবং নিজেদের মাথায় ধূলো দিয়েছিল (যিহোশূয় ৭:৬)। সেই সময় এইভাবে গভীর দুঃখকে প্রকাশ করা হত। এখন সেই লোকটি যখন শীলোতে এসে পৌঁছায়, তখন মহাযাজক এলি যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করতে আবাস-তাম্বু থেকে বাইরে বের হয়ে এসে পথের ধারে চেয়ারে বসেছিল: ***''সে যখন আসছিল, দেখ, পথের ধারে এলি নিজের আসনে বসে অপেক্ষা করছিল; কারণ তার হৃদয় ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্য থরথর করে কাঁপছিল''*** (১৩ পদ)। সেই সময়টা ছিল এমন, যখন সদাপ্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন যখন তখন হত না (৩:১); আবার, এলিও ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পায়নি; তথাপি, ঈশ্বরের আজ্ঞা ছাড়াই তার দুই পুত্র শীলোতে সদাপ্রভুর গৃহ থেকে নিয়ম-সিন্দুক বের করে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইস্রায়েলীয়দের শিবিরে নিয়ে গেছে। এখন ধরা যেতে পারে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-সিন্দুক নিয়ে যাবার পরেই কেবল এলি এ বিষয়ে জেনেছিল, অথবা তার বাধাদানকে উপেক্ষা করে তার দুই পুত্র এমন কাজ করেছিল। এখন, এলি যদিও শীলোতে ঈশ্বরের মহাযাজক, কিন্তু তাকে না-জানিয়ে, কিম্বা তার বাধাদানকে উপেক্ষা করে তার দুই পুত্র কীভাবে এমন কাজ করেছিল? তারা এমন কাজ করতে পেরেছিল, কারণ এলি তাদের শক্ত হাতে শাসন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সে কেবল তাদের মন্দ-আচরণ না-করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তারা যখন পিতার কথায় কর্ণপাত করেনি, তখন তাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে অপসারণ করার সৎসাহস দেখাতে এলি ব্যর্থ হয়েছিল। কেবল তা-ই নয়, ঈশ্বরের লোক যখন এলিকে তার পুত্রদের পাপের শাস্তির কথা শুনিয়েছিল, তখনও এলি তাদেরকে ফেরাতে চেষ্টা করেনি। পরিবর্তে, শমূয়েলকে দর্শন দানের মাধ্যমে ঈশ্বর যখন এলিকে শাস্তিদানের কথা ঘোষনা করেছেন এবং শমূয়েলের কাছ থেকে এলি সেই কথা শুনেছে, তখন এলির প্রতিক্রিয়া ছিল: ***''তিনি সদাপ্রভু, তাঁর দৃষ্টিতে যা ভালো বোধ হয়, তা-ই করুন''*** (৩:১৮)। শাপগ্রস্ত করা থেকে নিজের পুত্রদের নিবৃত্ত করার দায়িত্বকে অবহেলা করে (৩:১৩), এলি এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেছে। এলির এই আচরণ কি ঈশ্বরের প্রতি সত্য বিশ্বাসের প্রকাশ? বাথশেবার সঙ্গে ব্যভিচারের পর নাথন ভাববাদী যখন দাউদকে বলেছিল যে তার পুত্র মারা যাবে (২শমূয়েল ১২:১৪), দাউদ কিন্তু তখন তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অভিহিত করে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। পরিবর্তে, উপবাস করেছে, সমস্ত রাত মাটিতে পড়ে থেকেছে, বালকটির জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করেছে (২শমূয়েল ১২:১৬)। একইভাবে, যোনার প্রচার শুনে নীনবীর রাজা-প্রজা সকলে উপবাস করেছে, চট পরিধান করেছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে (যোনা ৩:৫-৯)। তাই, এলির এই কথা উপরে উপরে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার বলে মনে হলেও, বাস্তবে তা ধর্মের মুখোসপড়া অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদে *(fatalism)* বিশ্বাসেরই প্রকাশ। এরই পরিণাম হিসাবে এলির দুই ছেলে সমস্ত স্পর্ধাকে অতিক্রম করে অবিবেচকের কাজ করেছে।

১৩ পদে আরও বলা হয়েছে যে, সংবাদবাহকের মুখে বিপর্যয়ের কথা শুনে শীলোর সমস্ত মানুষ কাঁদতে লাগল। ১৪ পদানুসারে, তাদের সেই কান্নার শব্দ পথের ধারে বসে থাকা এলির কানেও পৌঁছাল: ***''আর এলি সেই কান্নার শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করল, এই কলরবের কারণ কী?''*** এর আগে নিয়ম-সিন্দুক যখন ইস্রায়েলের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখনও ইস্রায়েল চীৎকার করে পৃথিবী কাঁপিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা তাদের কান্নার শব্দে নগর পূর্ণ করেছে। তখন সেই বিন্যামীনীয় এলির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছে, ***''আমি সৈন্যদের মধ্য থেকে এসেছি, আজই সৈন্যদের মধ্য থেকে পালিয়ে এসেছি।*** এই সময় এলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ***সে আটানব্বই বৎসর বয়স্ক ছিল, ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে দেখতে পেত না*** (১৬ পদ)। এখন, এলি যদি চোখে দেখতে পেত, তাহলে সেই বিন্যামীনীয়র ছেঁড়া কাপড় ও মাথায় মাটি দেখে এলি সহজেই যুদ্ধের ফলাফল উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু বয়সের ভারে সে দৃষ্টি হারিয়েছে, তাই সে বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করেছে, ***বৎস, সমাচার কী?*** এলির এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে, ***''ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সামনে থেকে পালিয়েছে, আবার লোকদের মধ্যে অনেকে মারা গেছে, আপনার দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহসও মরেছে, এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুদের হস্তগত হয়েছে'' (১৭ পদ)।

১৮ পদে বলা হয়েছে, *''তখন সে ঈশ্বরের সিন্দুক নাম করবার সঙ্গে সঙ্গে এলি দরজার পাশে চেয়ার থেকে পিছনে পড়ে গেল; এবং তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল, সে মারা গেল, কারণ সে বৃদ্ধ ও ভারী ছিল।''* নিজের দুই পুত্রের মৃত্যুকে মেনে নেওয়া এলির কাছে কঠিন কাজ ছিল না, কারণ সে ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের লোকের দ্বারা ও শমূয়েলের দর্শনের দ্বারা সে বিষয়ে ইঙ্গিত পেয়েছিল; এবং এলি তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়েছিল। তাই, এলি এখানে তার দুই পুত্রের একদিনে মৃত্যুর জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক হারানোর শোকে বেশি মর্মাহত। কারণ এই নিয়ম-সিন্দুকের জন্য এলি তার সারা জীবন ব্যয় করেছে, এই নিয়ম-সিন্দুকের জন্য সে তার জীবনে সমস্ত ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল, এই নিয়ম-সিন্দুকের ক্ষমতা সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ সন্দিহান। কিন্তু এখন সেই সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত। আর তাই, নিয়ম-সিন্দুক হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে এলির দৃঢ় প্রত্যয়ও চলে গেছে। এতকাল সেই নিয়ম-সিন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে থাকার ফলস্বরূপ, নিয়ম-সিন্দুক সম্বন্ধে এলির মনে গেঁথে থাকা সত্য এলিকে এই উপলব্ধি দিয়েছে যে, নিয়ম-সিন্দুক যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তার অর্থ ঈশ্বর তাদের সহবর্তী নন, আর তার মানে ইস্রায়েল সমস্ত বিষয়ে বঞ্চিত হতে চলেছে। অর্থাৎ, পুত্রশোকে নয়, কিন্তু ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিফলদানের তীব্র যন্ত্রণায় এলি মারা যায়। ইস্রায়েলের আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে, ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েলের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা যখন এলির চোখে ধরা পড়া প্রয়োজন ছিল, তার জন্য ইস্রায়েলকে অনুতাপ করার পরামর্শদান যখন এলির দায়িত্ব ছিল, তখন এলি তা না করে, নিয়ম-সিন্দুক কেন্দ্রিক অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা মূল সমস্যাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২। পীনহসের স্ত্রীর মৃত্যু (১৯-২২ পদ)- ইস্রায়েলের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে, আমাদেরকে আরও একটি মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। আর তা হল, এলির পুত্রবধূ, পীনহসের স্ত্রীর মৃত্যু। ১৯ পদে বলা হয়েছে, *''তখন এলির পুত্রবধূ, পীনহসের স্ত্রী গর্ভবতী ছিল, প্রসবকাল সন্নিকট হয়েছিল; ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হয়েছে, এবং তার শ্বশুর ও স্বামী মরেছে, এই সংবাদ শুনে সে নত হয়ে প্রসব করল; কারণ তার প্রসববেদনা হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিল।''* পরবর্তী পদের কথানুসারে *(তার মরণ সময়ে যে স্ত্রীলোকেরা কাছে দাঁড়িয়েছিল)*, পুত্র প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এখন, তার প্রসবকালে যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তার কাছে ছিল, তারা যখন পুত্রসন্তানের জন্মের কথা তাকে শুনালো, তখন সে সেই পুত্রের নাম রেখে মারা গেল। ২১ পদে বলা হয়েছে, *''পরে সে বালকটির নাম ঈখাবোদ (হীনপ্রতাপ) রেখে বলল, ইস্রায়েল থেকে প্রতাপ গেল; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হয়েছিল, এবং তার শ্বশুরের ও স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল।''* হিব্রু ভাষায় ''খাবোদ'' শব্দের অর্থ গৌরব, মহিমা বা প্রতাপ; ঈক-খাবোদ শব্দের অর্থ গৌরব, মহিমা বা প্রতাপ শূন্য *(no glory)*। ২২ পদে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, *''সে বলল, ইস্রায়েল থেকে প্রতাপ গেল, কারণ ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হয়েছে।''* একই কথার পুনরাবৃত্তির দ্বারা স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হওয়াতে পীনহসের স্ত্রী কতখানি মর্মাহত হয়েছে। অর্থাৎ, তার কথার সারমর্ম হল, ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হওয়ার কারণে, ইস্রায়েলের মধ্য থেকে ঈশ্বরের প্রতাপ সরে গেছে। তার উপলব্ধিতে, তার স্বামী বা ভাশুর তাদের অবিশ্বাসী জীবনের দ্বারা সমগ্র ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে উৎসাহিত করলেও, তাদের সেই কাজের মাধ্যমে ইস্রায়েল থেকে ঈশ্বরের গৌরব সরে যায়নি, কারণ তখনও সিন্দুক তাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এখন সেই সিন্দুক শত্রুদের হাতে চলে যাওয়ায়, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতাপ আর নেই।

এর অর্থ, পলেষ্টীয়রা যেমন মনে করত, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত করার দ্বারা তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে আটক (বন্দি) করেছে, ইস্রায়েলের মধ্যেও এমন অনেকে ছিল, যারা তাদের মতো একই বিশ্বাস করত। এখন, ইস্রায়েলের মধ্যে যারা এমন কথা বিশ্বাস

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করত, এই সময় তাদের মনের পরিস্থিতি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তারা এমন কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে থেকে যেহেতু ঈশ্বরের গৌরব সরে গেছে, তাদের জীবনে আর কোনও আশা নেই। কিন্তু এই কথা যে কতখানি মিথ্যা, তার প্রমাণ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে চলেছি। ঈশ্বর পলেষ্টীয়দের দ্বারা কোনওভাবেই আটক বা বন্দি হননি; তাঁর নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত করার দ্বারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর জয়লাভ করা যায় না।

কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় হল, সেদিন কেবল ইস্রায়েল নয়, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমন ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছি। বিভিন্ন বিপর্যয়কে ভিত্তি করে এই শেষকথায় উপনীত হওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর আর তেমন ক্ষমতার অধিকারী নন, কিম্বা তিনি তখন গা-ঢাকা দিয়েছেন। আবার, এমনও অনেক লোক আছেন, যারা তাদের জীবনে বিশেষ কোনও মর্মভেদী ঘটনার কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছেন। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মাণ্ডলিক বা সামাজিক জীবনে যখনই কোনও বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে, তখনই আমরা ঈশ্বরকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করাই ও তাঁকে দোষ দিই বা তাঁর ক্ষমতাহীনতার কথা বলে থাকি। আজ যখন অবিশ্বাসীদের হাতে কোনও বিশ্বাসী তার বিশ্বাসের কারণে তাড়না ভোগ করে, খ্রীস্টভিশ্বাসীদের ঈশ্বর-আরাধনার মণ্ডলীগৃহ যখন আক্রান্ত হয়, কিম্বা বাইবেলের পাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানানো হয়, তখন তা দেখে বিশ্বাসী আমরাও কি ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি না? (অবিশ্বাসীদের ন্যায় এমন ধারণা আমাদের মধ্যে আছে বলেই, আমরাও অন্যদের ধর্মপুস্তক পুড়াবার ন্যায় অবিবেচকের কাজ করে থাকি)।

একইভাবে, ইস্রায়েল যখন ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়েছিল, তখন বেশিরভাগ মানুষই ভেবেছিল যে, তাঁর প্রজাদের রক্ষা করতে ঈশ্বর যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী নন। কিন্তু যিহিষ্কেল ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, ঈশ্বরের ক্ষমতাহীনতার কারণে ইস্রায়েল ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়নি; পরিবর্তে, ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতার গুণেই তাঁর প্রজাদের প্রতি বিচারের সরাসরি পরিণাম হিসাবে তারা নির্বাসিত হয়েছে (যিহিষ্কেল ৬, ২০, ৩৬ অধ্যায়)। যিহূদার মধ্যে অন্যায়, অবিচার, অনৈতিকতা এবং প্রতিমাপূজা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অবিশ্বাসী প্রতিবেশি রাজ্যের লোকেরা এমন কথা চিন্তা করতে শুরু করেছিল যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর ঐ সমস্ত বিষয় অনুমোদন করে থাকেন; কিন্তু এইভাবে সেই সমস্ত অবিশ্বাসীদের দ্বারা ঈশ্বরের নাম অসম্মানিত হওয়াকে ঈশ্বর বরদাস্ত করেননি; এই কারণেই ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর বিচার হিসাবে তাদেরকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করেছিলেন (তাদের রক্ষা করতে তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকার কারণে নয়)। একইভাবে, আমরাও যেন আমাদের চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা না-করি।

পরিবর্তে, আমাদের মধ্যে তাঁর গৌরব ও ক্ষমতা প্রকাশে বাধাদানকারী আমাদের পাপ ও অপরাধকে যেন আমরা প্রথমে খুঁজি, তার জন্য অনুতপ্ত হই ও ক্ষমা চাই। ১করিন্থিয় ৩:১৬ পদানুসারে, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাই ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করেন। পৃথিবীতে তাঁর প্রজাদের মধ্যে উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে ঈশ্বর প্রথমে নিয়ম-সিন্দুক দিয়েছিলেন, তারপর জেরুশালেম মন্দির দিয়েছিলেন, যেগুলি বারংবার অবিশ্বাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু খ্রীস্টের ক্রুশ দ্বারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার পর, তিনি বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেককে তিনি তাঁর উপস্থিতি ও গৌরবের আবাসস্থান করেছেন। কেবল তা-ই নয়, ২করিন্থিয় ৩:১৮ পদে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *"আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর মহিমা আয়নার ন্যায় প্রতিফলিত করতে করতে, ক্রমশ বর্ধিষ্ণু মহিমায়, যেমন প্রভু থেকে, আত্মা থেকে হয়ে থাকে, তেমনই সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হচ্ছি।"* হ্যাঁ, বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর মহিমা প্রকাশের বিষয় প্রতিজ্ঞা করেছেন। আর ঈশ্বর যেমন ক্রুশের মাধ্যমে তাঁর পুত্র খ্রীস্টকে গৌরবান্বিত করেছেন; খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও যখন আমাদের ক্রুশ বহন করি, তখন তা ঈশ্বরের ক্ষমতাহীনতা বা গৌরবহীনতার প্রকাশ নয়, পরিবর্তে তাঁর উপস্থিতি ও ক্ষমতারই প্রকাশ।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com